যায়যায়দিন

তারিখ 10 MAY 2008

ভেড়ামারায় প্রকাশক-শিক্ষক কানেকশন স্কুলে পড়ানো হচ্ছে অননুমোদিত বই

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনুমোদনের বাইরের বই ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অননুমোদিত বইয়ের প্রকাশক-লেখকদের কাছ থেকে স্থানীয় বইয়ের দোকানের মালিকদের মাধ্যমে কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষক অর্থের লোভে পাঠ্যসূচির বাইরের ওইসব বই স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রকাশক-শিক্ষক কানেকশনের কারণে ছাত্রছাত্রীরা এনসিটিবি অনুমোদিত কম দামের বই না কিনে বেশি দাম দিয়ে অননুমোদিত সহায়ক বইগুলো কিনতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকায় অনেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক একই বিষয়ের জন্য একাধিক লেখকের বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

জানা যায়, ভেড়ামারা উপজেলায় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ২৮টি। এসব স্কুলে অলিখিতভাবে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জাকির হোসেন লাকীর বৈশাখী বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, এ কে এম মাহমুদুল হক ও আলহাজ আবদুস সামাদের সহজ বাংলা ব্যাকরণ, সামাদ কুদ্দুসের মায়ের ভাষা বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা। বোর্ড অনুমোদনবিহীন এসব বই লাইব্রেরিতে বিক্রি হচ্ছে ৭০-৮০ টাকায়। অথচ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের মূল্য ১৮ টাকা। বোর্ড অনুমোদিত সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি গ্রামার বইয়ের মূল্য ৩০ টাকা। অথচ ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে মারিয়া প্রকাশনীর কফিল উদ্দিন আহমেদের অক্সফোর্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার। অষ্টম শ্রেণীর জন্য বোর্ড অনুমোদিত বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের মূল্য ৩৪ টাকা। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সরকার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিংয়ের সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা নামে বইটি ১৫০ টাকায় কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এ ধরনের বেশকিছু অননুমোদিত বই স্কুলের শিক্ষার্থীরা পড়ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এনসিটিবি সহায়ক বই হিসেবে এ পর্যন্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা দ্রুত পঠনের জন্য চারটি, বাংলা ব্যাকরণের জন্য দুটি, বাংলা রচনার জন্য একটি, সপ্তম শ্রেণীর বাংলা দ্রুত পঠনের জন্য তিনটি, অষ্টম শ্রেণীর বাংলা দ্রুত পঠনের জন্য চারটি, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণের জন্য তিনটি, বাংলা রচনার জন্য একটি, নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণের জন্য চারটি ও বাংলা সহপাঠের জন্য তিনটি বইয়ের অনুমোদন দিয়েছে।

জানা যায়, এনসিটিবি তাদের অনুমোদিত বই ও প্রকাশকের তালিকা প্রকাশ করে জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠিয়েছে। সেখান থেকে তালিকাটি বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ করার কথা। যদি কোনো বিদ্যালয় এ তালিকা বহির্ভূত কোনো অননুমোদিত বই পড়ায়, তাহলে বোর্ডের অর্ডিন্যান্স ও সরকারি বিধি অনুয্যয়ী ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সুনির্দিষ্ট ওই আদেশের পরও ভেড়ামারার স্কুলগুলোতে অনুমোদনবিহীন বই ঢুকে পড়েছে। অথচ দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এমনকি স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে কয়েকটি স্কুলের কিছু শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গোপনে একটি কমিটি গঠন করে ২০০৮ সালের সিলেবাস তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়। ওই কমিটি একটি সিলেবাস তৈরি করে বিভিন্ন স্কুলে পাঠায়। ছাত্রছাত্রীরাও সে সিলেবাস অনুযায়ী তিনটি প্রকাশনীর বই কেনে। মার্চে একই কমিটি আগের সিলেবাস পরিবর্তন করে নতুন একটি সিলেবাস বিভিন্ন স্কুলে পাঠায়। ওই সিলেবাসে বইয়ের নাম উল্লেখ না থাকলেও একটি প্রকাশনীর বইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ অভিযোগ প্রসঙ্গে ভেড়ামারা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, কমিটি গঠনের ঘটনাটি সত্য। এটা আগের ইউএনওর সিদ্ধান্ত। তিনি বদলি হওয়ার পর বিভিন্ন স্কুলে নতুন সিলেবাস দেয়া হয়েছে।

ভেড়ামারা শহরের এক লাইব্রেরিয়ান নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মোটা অঙ্কের টাকা খেয়ে কমিটি প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সহায়ক বই হিসেবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে গ্লোরি পাবলিকেশন, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে অক্সফোর্ড প্রকাশনী এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে অ্যাডভান্স পাবলিকেশন্সের বই পড়ানো হবে। পরবর্তীতে যশোরের একটি প্রকাশনীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে সিলেবাস পাল্টে ওই প্রকাশনীর বই কেনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়।